সময়ের প্রথম

প্রথম কলকাতা

ভারত সবার আগে

খবরে প্রথম

SOMOYER PROTHOM KOLKATA

Prothom Kolkata (www.somoyerprothomkolkata.com)

Volume - I Issue - 8 ■ PRGI No.: WBBEN/26/A4351 ■ North 24 Parganas ■ 16 September 2026 ■ Price Rs. 5/-

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
আপনার প্রচারের বিজ্ঞাপন দিন
৩.৭ মিলিয়ন ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ
যোগাযোগ করুন 9830317116

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন
ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

ভারতের মাস্টার স্ট্রোক



সুব্রত আচার্য

একদিকে ভ্লাদিমির পুতিন, শি জিনপিং ও মাসুদ পেজেশকিয়ান। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের গভীর অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক। দিল্লির ব্রিকস সম্মেলনে এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে দাঁড়িয়েই নিজের পথ তৈরি করলেন নরেন্দ্র মোদী। ব্রিকসকে আমেরিকা-বিরোধী জোটে পরিণত হতে দিলেন না। আবার নিষেধাজ্ঞা, একতরফা শুল্ক এবং ডলার-নির্ভরতার প্রশ্নে পশ্চিমের অস্বস্তির জায়গাগুলিও আড়াল করলেন না। আমার বিশ্লেষণে, ভারতের আসল কূটনৈতিক সাফল্য এখানেই।

১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে একই টেবিলে বসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ওয়াশিংটনের অস্বস্তি অজানা নয়। চিনের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধও মেটেনি। তা সত্ত্বেও পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দেশগুলিকে দিল্লিতে এনে সর্বসম্মত নয়াদিল্লি ঘোষণা গ্রহণ করানো ভারতের বড় প্রাপ্তি।

কিন্তু সাফল্যটা ঠিক কোথায়?

মোদীর একটি বাক্যেই তার উত্তর রয়েছে;'আমরা কারও বিরুদ্ধে নই।' প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, ব্রিকস কোনও দেশের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মঞ্চ নয়। সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলাই তার লক্ষ্য।

এই বক্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। রাশিয়া এবং চিনের কাছে ব্রিকস পশ্চিমি প্রভাবের বাইরে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক বলয় তৈরির সুযোগ। ইরানের কাছে এই মঞ্চ পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরার জায়গা। কিন্তু ভারত ব্রিকসকে সেই একমাত্রিক পথে নিয়ে যেতে চায়নি।

দিল্লির লক্ষ্য ছিল অন্য। পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেই বিশ্বব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশীদারত্ব বাড়ানো। সংঘাত নয়, সংস্কার। কোনও একটি শক্তিশালী শিবিরের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে গ্লোবাল সাউথের জন্য বড় জায়গা তৈরি করা।

মোদী বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে 'সুযোগ-সুবিধার পিরামিড' বলে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, গ্লোবাল সাউথ বিশ্বজোড়া সংকটের সামনের সারিতে থাকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছনের সারিতে বসে। তাই এই পিরামিডকে অংশীদারত্বের মঞ্চে বদলে দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার আর পিছিয়ে দেওয়া যায় না বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের মতো প্রতিষ্ঠানে ভোটের ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও নীতি নির্ধারণে বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন চেয়েছেন।

নয়াদিল্লি ঘোষণাতেও সেই দাবি জায়গা পেয়েছে। তবে এখানে একটি পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন। চিন ও রাশিয়া ভারত এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদকে সরাসরি সমর্থন করেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মর্যাদা ও ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করে রাষ্ট্রসংঘে আরও বড় ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন জানিয়েছে। কূটনীতির ভাষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। কিন্তু স্থায়ী সদস্যপদের সরাসরি সমর্থন বলে দেখানো ঠিক হবে না।

ভারতের আর একটি বড় প্রাপ্তি সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানে।

নয়াদিল্লি ঘোষণায় ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২৬ জনের প্রাণ নেওয়া জঙ্গি হামলার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা', অপরাধীদের জবাবদিহি এবং জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে।

চিনের সম্মতিতে এই বক্তব্য ঘোষণায় জায়গা

➲ তিন পাতায়

বদলের বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো

আয়োজনের রং বদলাচ্ছেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা সরকার বদলেছে। এবার দুর্গাপুজোর সরকারি আয়োজনেও বদলের ছাপ স্পষ্ট। বিসর্জনের পরে রেড রোডের কার্নিভাল হচ্ছে না। পরিবর্তে মহালয়ায় ইডেন গার্ডেন্সে হবে বিশেষ অনুষ্ঠান। অষ্টমীতে বন্ধ থাকবে মদের দোকান। পুজোমণ্ডপ এবং বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বাজানো যাবে না ডিজে। প্রথম বছরেই একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

আগের সরকারের আমলে বিসর্জন-পরবর্তী রেড রোড কার্নিভাল দুর্গাপুজোর অন্যতম সরকারি আয়োজনে পরিণত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বছর সেই কার্নিভাল হবে না। পরিবর্তে মহালয়া থেকেই রাজ্যের দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে চাইছে সরকার।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে প্রায় চার ঘণ্টার বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, থ্রি-ডি প্রোজেকশন, ড্রোন শো এবং আতশবাজির প্রদর্শনী থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



প্রতিমার চক্ষুদান করবেন তিনি। ওই মঞ্চ থেকে রাজ্যের প্রায় দশ হাজার পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এক হাজার মহিলার সম্মিলিত উলুধ্বনি এবং দশ হাজার ঢাকের সমবেত বাদন থাকবে অনুষ্ঠানে।

পুজোর আগে রেড রোডে বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন হবে। সেখানে বাংলার ২৩টি জেলার লোকসংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। পুজোর সঙ্গে যুক্ত অনেকের মতে, বিসর্জনের পরের কার্নিভালের পরিবর্তে মহালয়া থেকে সরকারি আয়োজন শুরু হলে পুজোর মূল পর্বই বেশি গুরুত্ব পাবে। তবে ইডেনের মতো জায়গায় এত বড় অনুষ্ঠান হলে ভিড়, যান চলাচল এবং নিরাপত্তা সামলানো প্রশাসনের কাছে বড় পরীক্ষা।

এবার ছোট এবং কম বাজেটের পুজো কমিটিগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ

➲ তিন পাতায়

ভাদনগর থেকে বিশ্বমঞ্চ, নরেন্দ্র মোদী ও 'ব্র্যান্ড ভারত'

নিজস্ব প্রতিবেদন ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। স্বাধীনতার তিন বছর পরে গুজরাটের মেহসানা জেলার ভাদনগরে জন্ম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর। আজ তাঁর ৭৬তম জন্মদিন। সেই ভাদনগর থেকে গুজরাটের প্রশাসন, সেখান থেকে দিল্লির ক্ষমতা; আজ বিশ্বকূটনীতির টেবিলে ভারতের অন্যতম প্রধান মুখ নরেন্দ্র মোদী। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ক্রমশ জুড়ে গিয়েছে আরও একটি শব্দবন্ধ;'ব্র্যান্ড ভারত'।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সরকারি জীবনী অনুযায়ী, বাবা দামোদরদাস মূলচাঁদ মোদী এবং মা হীরাবেনের ছয় সন্তানের মধ্যে নরেন্দ্র ছিলেন তৃতীয়। পরিবারটি প্রায় ৪০ ফুট বাই ১২ ফুটের একটি একতলা বাড়িতে থাকত। ভাদনগর রেলস্টেশনের কাছে চায়ের দোকান চালাতেন তাঁর বাবা। পড়াশোনার পাশাপাশি সেই দোকানে সাহায্য করতেন নরেন্দ্র।

১৭ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরেছিলেন। দু'বছর পরে ফিরে যান গুজরাটে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৭ সালে



বিজেপির গুজরাট সংগঠনে দায়িত্ব পান। ১৯৯৫ সালে দলের জাতীয় সম্পাদক এবং পরে সাধারণ সম্পাদক হন।

সংগঠক থেকে প্রশাসক হওয়ার যাত্রা শুরু ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর। সেদিন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মোদী। টানা প্রায় ১৩ বছর সেই দায়িত্বে থাকার পরে ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার এবং ২০২৪ সালের ৯ জুন টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। জওহরলাল নেহরুর পরে টানা তিনটি মেয়াদে

➲ তিন পাতায়

হাসিনা, ইউনূসের পর এবার তারেকের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন হাসিনা-পর্ব শেষ। ইউনূস-পর্বও পেরিয়েছে বাংলাদেশ। এবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সামনে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে শেষ হলে স্বস্তি পাবে সরকার। কোথাও বড় অঘটন ঘটলে প্রশ্ন উঠবে নতুন সরকারের সংখ্যালঘু-নীতি নিয়েই। ফলে এবারের পুজোকে তারেক সরকারের প্রথম বড় পরীক্ষাগুলির একটি বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

শেখ হাসিনার আমলে দুর্গাপুজো ঘিরে সরকারি নিরাপত্তার আয়োজন ছিল। কিন্তু অভিযোগও কম ওঠেনি। ২০২১ সালে কুমিল্লার একটি মণ্ডপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন জেলায়। আক্রান্ত হয়েছিল মন্দির, পুজোমণ্ডপ এবং হিন্দুদের বাড়িঘর। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ছিল, অনেক জায়গায় প্রশাসন আরও দ্রুত ব্যবস্থা নিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেত।

২০২৪ সালে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে পরিস্থিতি ছিল আরও স্পর্শকাতর। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছিলেন। তার পরও পুজো ঘিরে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা সামনে আসে। ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন। গ্রেফতারও করা হয়।

২০২৫ সালে সারাদেশের মণ্ডপ থেকে ১৩২টি ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছিল 'শারদীয় সুরক্ষা' ব্যবস্থায়। পুলিশ ৪৯টি ঘটনার সত্যতা পাওয়ার কথা জানায়। দায়ের হয় ১৫টি মামলা। গ্রেফতার করা হয় ১৯ জনকে। পুলিশের বক্তব্য ছিল, অধিকাংশ ঘটনাই দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াতে দেওয়া হয়নি।

এবার কী হবে?

বাংলাদেশের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ সংসদে জানিয়েছেন, সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার রক্ষায় সরকার দায়বদ্ধ। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে আরও শক্তিশালী করা এবং মন্দির ও শ্মশানের উন্নয়নে সহায়তার কথাও বলেছেন তিনি। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ আশা করছেন,

➲ তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

ব্রিকস শেষ, এবার বিশ্বমুখী হওয়ার পালা ভারতীয়দের

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রনেতারা ফিরে গিয়েছেন। আলো নিভেছে সম্মেলনকক্ষে। কিন্তু ভারতের কাজ কি এখানেই শেষ?

বরং আসল কাজ শুরু হল এবার।

শুধু অর্থনীতির আয়তন বাড়লেই কোনও দেশ বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠে না। বড় রাস্তা, নতুন বিমানবন্দর, দ্রুতগতির রেল কিংবা আধুনিক সম্মেলনকেন্দ্র উন্নয়নের ছবি তুলে ধরে। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে একটি দেশের জায়গা কতটা শক্ত হবে, তা শেষ পর্যন্ত ঠিক করেন সেই দেশের মানুষ। তাঁদের শিক্ষা, দক্ষতা, কাজের মান, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সামাজিক আচরণ।

ব্রিকসের মঞ্চে ভারত যে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছে, সেই আত্মবিশ্বাস পৌঁছতে হবে ১৪০ কোটির বেশি ভারতীয়ের মধ্যে। নিজের পাড়া, জেলা কিংবা রাজ্যের গণ্ডির বাইরে দেশকে দেখতে হবে। একই সঙ্গে বুঝতে হবে, পৃথিবী কোন পথে এগোচ্ছে এবং সেই প্রতিযোগিতায় ভারতের জায়গা কোথায়।

বিশ্ববাজারে ভারতীয় পণ্যের জায়গা চাইলে শুধু 'মেড ইন ইন্ডিয়া' লিখলেই চলবে না। পণ্যের গুণমান হতে হবে বিশ্বমানের। সময়ের মূল্য বুঝতে হবে। কাজের জায়গায় পেশাদারিত্ব বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে। নতুন আবিষ্কার গবেষণাপত্রে আটকে থাকলে তার সামাজিক বা অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি হবে না।

তরুণদের প্রস্তুতিতেও বদল দরকার। শুধু চাকরির পরীক্ষার পিছনে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এগোনো কঠিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, মহাকাশ গবেষণা, আধুনিক কৃষি, পরিবেশবান্ধব শক্তি এবং উৎপাদন প্রযুক্তিতে দক্ষতা বাড়াতে হবে। মাতৃভাষার ভিত শক্ত রেখেই ইংরেজি-সহ প্রয়োজনীয় বিদেশি ভাষা শিখতে হবে। কারণ ভাষা আত্মসম্মানের শত্রু নয়, নতুন জ্ঞান ও বাজারে পৌঁছনোর পথ।

বিশ্বমুখী হওয়ার অর্থ পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয়। ভারতের শক্তি তার নিজস্ব সভ্যতা, জ্ঞান, ভাষা এবং বৈচিত্র্যে। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়েই আধুনিক হতে হবে। অতীত নিয়ে গর্ব থাকবে। কিন্তু অতীতের গৌরব দিয়ে বর্তমানের দুর্বলতা ঢাকা যাবে না।

সরকারকে বিশ্বমানের শিক্ষা, স্বচ্ছ প্রশাসন, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং নতুন উদ্যোগের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আর নাগরিকদের বুঝতে হবে; শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, আইন মানা, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা এবং যাচাই না করে মিথ্যা তথ্য না ছড়ানোও দেশের ভাবমূর্তির অংশ।

ব্রিকসের মঞ্চ থেকে দিল্লি জানিয়েছে, নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ভারতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সহজ নয়। এবার নিজেদের কাজ দিয়ে সেই দাবির ভিত শক্ত করার দায়িত্ব ভারতীয়দের। সম্মেলন শেষ হয়েছে। ভারতের বিশ্বমুখী যাত্রার গতি এবার আরও বাড়াতে হবে।

জোট বাড়ছে, সংকটও বাড়ছে তা হলে লাভ কার?

সুব্রত আচার্য

ব্রিকস কি নতুন পথ দেখাতে পারবে, না বিশ্ব রাজনীতির পুরনো ক্ষমতার লড়াইয়ে আর একটি মঞ্চ হয়েই থাকবে?

ব্রিকস, জি-৭, জি-২০, কোয়াড, বিমসটেক কিংবা সার্ক; সাধারণ আলোচনায় সব ক'টিকেই আমরা 'জোট' বলি। বাস্তবে তারা একই গোত্রের নয়। কোনওটির সামনে অর্থনীতি। কোনওটির প্রধান চিন্তা নিরাপত্তা। কোনওটি আবার তৈরি হয়েছে যোগাযোগ ও আঞ্চলিক উন্নয়নের কথা বলে। নাম আলাদা, লক্ষ্যও আলাদা। কিন্তু ভিতরের হিসাব? সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থই শেষ কথা।

রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব আর ব্যক্তির বন্ধুত্ব এক নয়। সেখানে আবেগের আগে আসে স্বার্থ। কোনও দেশ নিছক সম্পর্ক রক্ষার জন্য এমন মঞ্চে যায় না। বাজার, নিরাপত্তা, জ্বালানি, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব; শেষ পর্যন্ত হিসাব হয় এগুলিরই।

সত্তরের দশকের অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলির আলোচনার মঞ্চ হিসেবে জি,৭-এর উত্থান হয়েছিল। এশিয়ার আর্থিক সংকটের পরে ১৯৯৯ সালে তৈরি হয়েছিল জি,২০। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কোয়াড সংক্রান্ত নথি বলছে, ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় সুনামির পরে ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। পরে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও ভারত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৌশল সেই মঞ্চের গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভারত,পাকিস্তান বিরোধের চাপে প্রায় এক দশক ধরে তার শীর্ষ সম্মেলনই হয়নি। বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করা বিমসটেক তুলনায় সক্রিয়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের সংক্ষিপ্তসার অনুযায়ী, সাত দেশের এই অঞ্চলে প্রায় ১৭০ কোটি মানুষের বাস। পরিবহণ, বিদ্যুৎ, আবহাওয়া, নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সহযোগিতার কাঠামোও তৈরি হয়েছে।

এখানেই একটি অস্বস্তিকর সত্য সামনে আসে। জোটের সনদ যত শক্তিশালীই হোক, সদস্য দেশগুলির রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে সেই জোট কাগজেই আটকে থাকে। সার্ক তার সবচেয়ে কাছের উদাহরণ।

অন্যদিকে ব্রিকসের জন্ম হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর দাবি থেকে। নয়াদিল্লি ঘোষণায় রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার চাওয়া হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য, কম খরচে সীমান্তপার লেনদেন এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

ঘোষণাপত্রে কোনও ঘাটতি নেই। উন্নয়ন আছে, শান্তি আছে, সহযোগিতা আছে। কিন্তু সম্মেলনকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ যদি প্রশ্ন করেন;আমার জীবনে কী বদলাল? উত্তরটি তখন আর অত সহজ থাকে না।

আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের কিছু সুফল অবশ্যই এসেছে। আর্থিক সংকটে দেশগুলি একসঙ্গে বসেছে। দুর্যোগের সময় তথ্য ও সহায়তা আদানপ্রদান হয়েছে। পরিকাঠামোয় অর্থায়নের নতুন পথ খুলেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং যোগাযোগে যৌথ উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সম্মেলনের টেবিল গোল হতে পারে, ক্ষমতার ভাগ সমান নয়। বড় রাষ্ট্রগুলি এখনও সিদ্ধান্তে বেশি প্রভাব ফেলে। ছোট দেশগুলির সামনে অনেক সময় পছন্দের সুযোগ কম থাকে। বাজার, ঋণ কিংবা নিরাপত্তার জন্য তাদের বড় শক্তির শর্ত মানতে হয়।

আর এখানেই জোটগুলির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা;পরিবেশ। কারণ অর্থনীতির ক্ষতি পরে সামলানো যায়, কিন্তু বসবাসের অযোগ্য পৃথিবীকে কোনও যৌথ ঘোষণায় আগের অবস্থায় ফেরানো যায় না।

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির 'এমিশনস গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৫' জানিয়েছে, বর্তমান সরকারি নীতি চলতে থাকলে এই শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। প্যারিস চুক্তির চেষ্টা ছিল উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে আটকে রাখা। অঙ্কটি শুধু বিজ্ঞানীদের সতর্কতা নয়। এর অর্থ আরও তীব্র গরম, অনিয়মিত বৃষ্টি, বন্যা, খরা এবং খাদ্য উৎপাদনে চাপ। সম্মেলনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে যে সংকট নিয়ে আলোচনা হয়, তার মূল্য মাঠে দাঁড়িয়ে মেটান কৃষক, শ্রমিক এবং উপকূলের মানুষ।

এখানেই ব্রিকসের সামনে সুযোগ। আবার ফাঁদও। পশ্চিমের ব্যর্থতার সমালোচনা করা সহজ; তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা তৈরি করা অনেক কঠিন।

ব্রিকসের দেশগুলির হাতে বিপুল বাজার, জনসংখ্যা, জ্বালানি সম্পদ, উৎপাদনক্ষমতা এবং প্রযুক্তি রয়েছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক যদি কম কার্বন নির্গমনকারী শিল্প, পরিচ্ছন্ন শক্তি, জল সংরক্ষণ এবং জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামোয় আরও অর্থ দেয়, সাধারণ মানুষ তার সুফল পেতে পারেন।

কিন্তু ব্রিকসের বহু সদস্য নিজেরাই কয়লা, তেল ও গ্যাসের বড় উৎপাদক অথবা ব্যবহারকারী। তাই পশ্চিমের দিকে আঙুল তুলেই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। উন্নয়নের মূল্য যদি সাধারণ মানুষকে দূষিত বাতাস, জলসংকট, চাষের ক্ষতি এবং উচ্ছেদের মাধ্যমে দিতে হয়, তা হলে 'গ্লোবাল সাউথের উন্নয়ন' রাজনৈতিক স্লোগান হয়েই থাকবে।

ভারত,চিন সম্পর্কের বাস্তবতা রাষ্ট্রনায়কদের একসঙ্গে তোলা ছবির চেয়েও অনেক গভীর। নরেন্দ্র মোদী ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক অবশ্যই প্রয়োজনীয়। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ যত বাড়বে, সংঘাতের ঝুঁকি তত কমবে। কিন্তু একটি করমর্দন কিংবা হাসিমুখের ছবি দেখেই পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরেছে বলে ধরে নেওয়া যাবে না।

গালওয়ানের স্মৃতি শুধু সরকারি নথিতে নেই, ভারতীয় জনমনের মধ্যেও রয়েছে। তাই একটি বৈঠক সম্পর্কের বরফ গলাতে পারে, এক দিনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে না। সীমান্তে শান্তি, সেনা মোতায়েন কমানো, বাণিজ্যঘাটতি, ভারতীয় পণ্যের চিনা বাজারে প্রবেশ এবং পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রশ্নে ধারাবাহিক অগ্রগতি চাই। সৌহার্দ্যের ছবি দ্রুত তোলা যায়; বিশ্বাস তৈরি হয় দীর্ঘদিনের আচরণে।

আমার স্পষ্ট মত, পৃথিবীতে নতুন মঞ্চের অভাব নেই। অভাব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাহস এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করার সততার। রাষ্ট্রনায়কদের হাসিমুখের ছবি সংবাদ তৈরি করে, ইতিহাস নয়। ইতিহাস তৈরি হয় তখনই, যখন সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবন বদলায়।

ব্রিকস নতুন পথ দেখাক। পশ্চিমকে হারানোর জন্য নয়; বিশ্ব রাজনীতির পুরনো বৈষম্য, দ্বিচারিতা এবং ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

(তথ্যসূত্র ব্রিকস নয়াদিল্লি ঘোষণা ২০২৬
"UNEP Emissions Gap Report 2025"
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কোয়াড সংক্রান্ত নথি,
বিমসটেক সংক্রান্ত সরকারি সংক্ষিপ্তসার)

হাওয়া মহল থেকে মহানায়ক
কলকাতার পুজোয় এবার চমকের সারি



নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতায় বসেই দেখা যাবে জয়পুরের হাওয়া মহল ও গুজরাতের সোমনাথ মন্দির। একটি মণ্ডপে জীবন্ত হয়ে উঠবে উত্তমকুমারের ২০৮টি ছবি। অন্য এক পুজোয় ছত্তিশগড়ের প্রান্তিক রামনামী সমাজের বিশ্বাস ও প্রতিবাদের ইতিহাস। দুর্গাপুজোর এখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি। কিন্তু শহরের আলোচিত মণ্ডপগুলির পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই সামনে আসতে শুরু করেছে।

লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং এবার দর্শকদের নিয়ে যাবে রাজস্থানে। ৫৪তম বছরে তাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে জয়পুরের হাওয়া মহলের আদলে। অতীতে বুর্জ খলিফা, ভ্যাটিকান সিটির ব্যাসিলিকা এবং ডিজনিল্যান্ড তুলে ধরে বিপুল ভিড় টেনেছে শ্রীভূমি। সেই ধারাতেই এবার কলকাতায় দেখা যাবে রাজস্থানি স্থাপত্যের পরিচিত রূপ।

দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিনের মণ্ডপে উঠে আসছে গুজরাতের সোমনাথ মন্দির। সাবেকি প্রতিমা এবং মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ এই পুজোর দীর্ঘদিনের পরিচয়। ৮৪তম বছরেও সেই ধারাই বজায় রাখছেন উদ্যোক্তারা।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের এবারের ভাবনা 'সনাতনী চেতনায় বন্দে মাতরম'। শিল্পী শিবশংকর দাসের পরিকল্পনায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। উদ্যোক্তারা এখনই নির্মাণের খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে চাইছেন না। শিল্পী মিন্টু পাল তৈরি করছেন সাবেকি রূপের প্রতিমা।

মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টির থিম 'নিশান'। ছত্তিশগড়ের রামনামী সমাজের বিশ্বাস ও লড়াই থেকে এই ভাবনা নিয়েছেন শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী। জাতিগত বৈষম্যের কারণে একসময় মন্দিরে প্রবেশের অধিকার না পাওয়া এই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের শরীর ও পোশাকে রামের নাম লিখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস, শরীরে লেখা সেই নাম কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সেই ইতিহাসই শিল্পের ভাষায় উঠে আসবে মণ্ডপে।

বালিগঞ্জের সমাজসেবী সংঘে এবার মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন। ভাবনার নাম 'মহাপুজোয় মহানায়ক'। উত্তমকুমারের মুক্তিপ্রাপ্ত ২০৮টি ছবির পোস্টার, পরিচিত সংলাপ, গান এবং তাঁর জীবনের নানা মুহূর্ত দিয়ে সাজানো হবে মণ্ডপ। শুধু পর্দার নায়ক নন, ব্যক্তি উত্তমকুমারকেও দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন উদ্যোক্তারা।

হাওয়া মহল ও সোমনাথ মন্দিরের স্থাপত্য, সনাতনী চেতনা, রামনামী সমাজের ইতিহাস এবং মহানায়কের স্মৃতি;সব মিলিয়ে কলকাতার পুজোয় এবারও জাঁকজমকের পাশে জায়গা করে নিচ্ছে বিশ্বাস, প্রতিবাদ ও বাঙালির আবেগ।

খবরের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৩১৭১১৬

আর একটু কি মানবিক হওয়া যেত না?

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী



একজন সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে। অন্যজন দেশের বিরুদ্ধে কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু তাঁদের মিলিয়ে দিল একটি সম্পর্ক;মা-ছেলের সম্পর্ক।

একজন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। অন্যজন সংখ্যালঘু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। প্রথমজন ১৭ বছর দেশছাড়া ছিলেন। ছিলেন মায়ের কাছ থেকে বহু দূরে। যখন দেশে ফিরলেন, মায়ের কাছে আসতে পারলেন, তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরার মাত্র পাঁচ দিন পরেই প্রয়াত হন তাঁর মা খালেদা জিয়া। আর অন্যজন বারবার আবেদন করেও অসুস্থ মাকে দেখতে প্যারোল পেলেন না। কেন পেলেন না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঠিক যেমন বিতর্ক রয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়েও।

আর আমাদের প্রশ্ন এখানেই। আমরা, 'প্রথম কলকাতা' বারবার দুই বাংলার মানবিকতার কথা বলি। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের কথা বলি। হৃদয়ের মেলবন্ধনের কথা বলি। তাই আমাদের কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে, চিন্ময় প্রভুর সঙ্গে যা হল, তা ঠিক হল না।

তিনি দোষী হলে দেশের আইন অনুযায়ী অবশ্যই পদক্ষেপ হবে। সেটি সংশ্লিষ্ট দেশের বিষয়। তিনি দোষী কি না, তার সিদ্ধান্তও নেবে আদালত। কিন্তু মা-ছেলের হৃদয়ের টান তো কোনও আইন কখনও আটকে দিতে পারে না।

২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে কারাগারে রয়েছেন সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। ছেলে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন মা সন্ধ্যা রানি ধর। ছেলের অসুস্থতার খবর, বারবার জামিন না হওয়া এবং কারাগার থেকে মুক্তি না পাওয়ায় তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

গুরুতর অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে দেখার জন্য চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শর্তসাপেক্ষে সাময়িক মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেছিল তাঁর পরিবার। চিন্ময়ের ভাই রঞ্জন কুমার ধরের করা সেই আবেদন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অসুস্থ স্বজনকে দেখতে প্যারোল দেওয়ার বিধান নেই।

মায়ের সঙ্গে দেখা করারও বিধান লাগে?

শেষ পর্যন্ত ৭১ বছর বয়সে সন্ধ্যা রানি চলে গেলেন। জীবিত অবস্থায় ছেলেকে আর দেখতে পেলেন না। অথচ মায়ের মৃত্যুর পরে শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে পাঁচ ঘণ্টার প্যারোল দেওয়া হল। প্রশাসনিক বিধানে এর ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু একজন মায়ের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাওয়ার ব্যথার কি কোনও ব্যাখ্যা হয়?

যে বাংলাদেশ গড়ার জন্য এত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, এটা কি সেই বাংলাদেশ? যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের সঙ্গে ছেলের দেখা করার জন্যও বিধান খুঁজতে হয়?

যে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ১৭ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে মায়ের কাছে ফেরার জন্য, তিনি অন্তত মা-ছেলের এই কষ্ট বুঝবেন;এটাই তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা। পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গোটা দেশ গর্জে উঠেছিল। তাদের অমানবিকতার অভিযোগের বিরুদ্ধেই পরিবর্তনের আওয়াজ উঠেছিল। সেই পরিবর্তন কি আদৌ এল?

আর একটু কি মানবিক হওয়া যেত না?

প্রশ্নটা থেকেই গেল।

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন
ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

রাজ্য স্কুল দাবায় জেলায় জেলায় খুদেদের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম দাবার বোর্ডে তিন দিন ধরে জমজমাট লড়াই। রাজ্যের ২৫টি জেলা থেকে অংশ নিল ৪১৮ জন প্রতিযোগী। ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর মধ্যমগ্রাম বয়েজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল অনূর্ধ্ব-১৪, ১৭ ও ১৯ বালক-বালিকাদের ৭০তম রাজ্য স্কুল গেমস দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস। দলগত বালক বিভাগে প্রথম হয়েছে জলপাইগুড়ি। দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর এবং তৃতীয় পশ্চিম মেদিনীপুর। বালিকা বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করেছে হুগলি। দ্বিতীয় জলপাইগুড়ি এবং তৃতীয় উত্তর ২৪ পরগনা। অনূর্ধ্ব-১৪ বালক বিভাগে পশ্চিম বর্ধমানের রিচান্ত ধীরাজকোচে এবং বালিকা বিভাগে পূর্ব মেদিনীপুরের শুভ্রান্তি মাইতি প্রথম হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে বালকদের মধ্যে জলপাইগুড়ির ত্রিপর্ণ ঘোষ ও বালিকাদের মধ্যে হুগলির আত্রেয়ী দাস শীর্ষস্থান পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের অম্বরিশ সরকার এবং বাঁকুড়ার মেঘা পাত্র।

সফল প্রতিযোগীদের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেন রাজ্য স্কুল গেমস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ভুলু দত্ত-সহ অতিথিরা।

ভুলু দত্ত জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। মোবাইল ছেড়ে ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী হওয়ার এই প্রবণতাকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন আয়োজকেরা।

২৪ ফুটের মডেলে ধরা

➲ চার পাতার পর

মডেল প্রশিক্ষণকেন্দ্রের একটি ঘরে বসেই সেই গোটা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বুঝতে সাহায্য করবে।

রেলের পাওয়ার সাবস্টেশন থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ রেলপথে পৌঁছয়, সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ট্রেন কীভাবে চলাচল করে এবং কোনও অংশে শর্ট সার্কিট বা অন্য সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়; সবই দেখানো হয়েছে এই মডেলে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থেকে সুইচিংয়ের প্রক্রিয়াও বোঝানো হবে।

শুধু রেললাইন কিংবা ট্রেন নয়, একটি বাস্তব রেলপথের পরিবেশও নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লাইনের পাথর থেকে সেতু, ওভারব্রিজ, টানেল, সিগন্যাল পোস্ট এবং পাওয়ার সেকশন; কিছুই বাদ যায়নি। মডেল হলেও সবকিছু বিদ্যুতের সাহায্যে সচল থাকবে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা পাবেন। প্রকল্পটি তৈরি করতে প্রায় দু'মাস সময় লেগেছে। নিউ ব্যারাকপুরে নিজের কর্মশালাতেই কাজটি করেছেন অনুপ বিশ্বাস। তবে তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে সাত থেকে আটজনের একটি দল নিয়মিত কাজ করেছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। অনুপ বিশ্বাস পেশায় একজন শিল্পী। এর আগে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন ধরনের মডেল প্রকল্প তৈরি করেছেন তিনি। তবে ভারতীয় রেলের জন্য এমন প্রশিক্ষণ-মডেল তৈরির কাজ এই প্রথম।

কর্মশালায় মডেলটির কাজ চলার সময় থেকেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আশপাশের বাসিন্দাদের অনেকেই সেটি দেখতে আসছেন। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ছেন পথচারীরাও। ছোট জায়গায় একটি দীর্ঘ রেলপথের কার্যপ্রণালি যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা দেখে বিস্মিত হচ্ছেন তাঁরা। অনুপ বিশ্বাসের তৈরি ২৪ ফুটের এই মডেল তাই শুধু শিল্পকর্ম নয়। ভারতীয় রেলের ভবিষ্যৎ কর্মীদের প্রশিক্ষণের একটি কার্যকর মাধ্যম। নিউ ব্যারাকপুরের ছোট্ট কর্মশালায় তৈরি সেই রেলপথ এবার জায়গা পাবে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে।

ব্রিকসে ঢাকার অনুপস্থিতি কি আত্মঘাতী ভুল ?

➲ চার পাতার পর

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করা এক কথা নয়। স্বাধীন দেশ হিসেবে পাকিস্তান, চিন কিংবা অন্য কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে। আসল প্রশ্ন হল, সেই সম্পর্কের টানে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা উপেক্ষিত হচ্ছে কি না।

গৌতম লাহিড়ীর মতে, পাকিস্তান বা চিন; কেউই বাংলাদেশের কাছে ভারতের সম্পূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে না। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। রয়েছে অভিন্ন নদী, স্থলবন্দর, রেল ও সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক। অন্য কোনও দেশের পক্ষে এই বাস্তবতা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়।

'মক্কা অ্যালায়েন্স' নিয়ে জল্পনা

তথাকথিত 'মক্কা অ্যালায়েন্স' বা কয়েকটি মুসলিম দেশের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার বিষয় নিয়েও বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। সাক্ষাৎকারে সেই প্রসঙ্গ তুলেছেন গৌতম লাহিড়ী।

বাংলাদেশ অবশ্য এমন কোনও জোটে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। সম্ভাব্য জোটটির কাঠামো, উদ্দেশ্য কিংবা সদস্যপদের শর্তও স্পষ্ট নয়। ফলে বিষয়টিকে এখনই নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

গৌতম লাহিড়ীর অভিমত, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং নাগরিক সমাজের বড় অংশ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনও সামরিক জোটে দেশের অংশগ্রহণ সহজভাবে নেবে না। এমন সিদ্ধান্তের প্রশ্ন উঠলে দেশের ভিতরেও রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিতর্ক তৈরি হতে পারে।

নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গৌতম লাহিড়ী। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে লুট হওয়া অস্ত্রের সবটা উদ্ধার না হওয়া, কারাগার থেকে দণ্ডিত জঙ্গিদের বেরিয়ে আসা এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের সম্ভাব্য তৎপরতা নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলেও সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন তিনি। তবে ওই দাবির সমর্থনে কোনও প্রকাশ্য সরকারি নথি এখনও পাওয়া যায়নি।

গৌতম লাহিড়ীর বক্তব্য, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা বাড়লে তার প্রভাব একটি দেশের সীমানায় আটকে থাকবে না। ভারতসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তায় তার আঁচ পড়তে পারে। তাই দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক যেমনই থাকুক, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা চালু রাখা প্রয়োজন।

সম্পর্কের সেতু সাধারণ মানুষ

দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটাতে সাধারণ মানুষের যোগাযোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন গৌতম লাহিড়ী। চিকিৎসা, শিক্ষা, পর্যটন, বাণিজ্য এবং আত্মীয়তার সূত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে।

ভিসা পরিষেবা এবং যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হলে দুই দেশের মানুষের দুর্ভোগ কমবে। দুর্গাপুজোর আগে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ পাঠানোর বিষয়টিও প্রতিবছর আলাদা আগ্রহ তৈরি করে। ইলিশ দিয়ে বড় কূটনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। তবে দুই দেশের মানুষের আবেগের জায়গায় এর প্রতীকী গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রতিবেশী বদলানো যায় না

চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর স্বাধীনতা বাংলাদেশের রয়েছে। একইভাবে ভারতেরও নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু কোনও পক্ষই ভূগোলের বাস্তবতা বদলাতে পারবে না।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সীমান্ত, নদীর জল, স্থলবন্দর, রেলপথ, সড়ক যোগাযোগ এবং বাণিজ্য; প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত ও বাংলাদেশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক সম্পর্কে শীতলতা এলেও এই নির্ভরতা রাতারাতি শেষ হবে না।

গৌতম লাহিড়ীর বিশ্লেষণ, পাকিস্তান বা চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েও বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে বাদ দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা কঠিন। আবার বাংলাদেশের উদ্বেগ উপেক্ষা করে ভারতের পক্ষেও সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব নয়।

ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি তাই শুধু একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর পরে ঢাকা ও দিল্লি পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পথ কত দ্রুত তৈরি করতে পারে, এখন নজর থাকবে সেদিকেই। কারণ সরকার বদলাতে পারে, পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারও বদলাতে পারে; কিন্তু প্রতিবেশী বদলানো যায় না।

জাতপাতের রাজনীতিতে অতিষ্ঠ !

➲ চার পাতার পর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজ বেঁচে থাকলে তাঁর জন্মদিনে কীভাবে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতেন ?

শীর্ষেন্দু সুনীলের জন্মদিন এমনিতেই প্রকাশ্যে পালিত হতো। রবীন্দ্রসদন হোক কিংবা অন্য কোনও জায়গার হলঘর; আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মদিন পালন করা হতো। আমি অনেকবার সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছি।

আলাদা করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর ব্যাপার ছিল না। বলতাম, বেঁচে থাকুন। আপনাকে আরও অনেক দিন বাঁচতে হবে। এই ধরনের কথাই বলতাম।

পরের দিকে ওর শরীরটা আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। জীবনযাপনে খুব একটা নিয়ম ছিল না। যা খুশি খাওয়ার অভ্যাসও ছিল। ধীরে ধীরে শরীর ভেঙে যাচ্ছিল।

ওর চলে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশাল ক্ষতি। বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু হয়তো লিখতে পারত। বন্ধু হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেরও নিশ্চিত ক্ষতি হয়েছে।

আপনি শেষ কবে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ?

এখন বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ কেমন ?

শীর্ষেন্দু প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। একটি বিশ্ব সাহিত্য উৎসবে গিয়েছিলাম। তারপর আর যাওয়া হয়নি।

এখন খুব একটা যোগাযোগ নেই। তবে বাংলাদেশের কেউ কলকাতায় এলে মাঝেমধ্যে দেখা করে যান। আগে কোনও কোনও প্রকাশক আসতেন। এখন আর কোনও প্রকাশক আসেন না। বাংলাদেশে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনাও এখন নেই। আমার একানব্বই চলছে। এই বয়সে আমার পক্ষে আর বাংলাদেশে যাওয়া সম্ভব নয়। ছেলে-মেয়েরাও এখন কোথাও যেতে দিতে চায় না। শরীরও খুব একটা ভালো নেই। তার উপর যাতায়াতের বিষয় রয়েছে।

আমি নিরামিষ খাই। ফলে বাইরের জায়গায় গেলে কিছু অসুবিধাও হয়। সব মিলিয়ে এখন বাংলাদেশে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই।

দুই বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগাযোগ আবার আগের মতো হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন ?

শীর্ষেন্দু আমাদের দিক থেকে সেই ইচ্ছা তো আছেই। তবে বাংলাদেশকেও চাইতে হবে যে, দুই দেশের সাহিত্যিকেরা মিলেমিশে কাজ করুন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।

যাই হোক, এখন আমরা প্রার্থনা করি, দুই দেশের সম্পর্ক আরও ভালো হোক। আরও শক্তিশালী হোক।

চুম্বক অংশ

'আমরা বন্ধু দেশ না হয়ে ক্রমশ শত্রু দেশ হয়ে যাচ্ছি; এটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক।'

'মনে মনে বারবার কৈশোরের সেই বয়সে ফিরে যাই। মনে হয়, যদি চারপাশে সেই শহরটাকে আবার দেখতে পেতাম!'

'আমরা কখনও বাঙাল পরিচয়ে আলাদা দল তৈরি করিনি। আমাদের বন্ধুত্ব অন্য জায়গা থেকে তৈরি হয়েছিল।'

'সুনীলের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না, অহংকার ছিল না। পরিচয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ ওকে ভালোবেসে ফেলত।'

'এখন সেই ভালোবাসার যুগটা অনেকটাই শেষ হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে ঈর্ষা এবং একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা।'

ভারতের মাস্টার স্ট্রোক

➲ এক পাতার পর

পাওয়া ভারতের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইসলামাবাদের সঙ্গে বেইজিংয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে ঘোষণায় পাকিস্তানের নাম নেই। ভারতের সামরিক অভিযানকেও সমর্থন জানানো হয়নি। অর্থাৎ দিল্লি যতটুকু আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে পেরেছে, সাফল্যকে তার মধ্যেই বিচার করতে হবে। অর্থনীতির প্রশ্নে ভারতের ভারসাম্যের কৌশল আরও পরিষ্কার। নয়াদিল্লি ঘোষণায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এমন একতরফা শুল্ক ও অশুল্ক ব্যবস্থায় উদ্বেগ জানানো হয়েছে। বিরোধিতা করা হয়েছে একতরফা, শাস্তিমূলক, বৈষম্যমূলক এবং সংরক্ষণবাদী পদক্ষেপের। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যবস্থাও এই সমালোচনার মধ্যে পড়েছে।

কোনও দেশের নাম করা হয়নি। কিন্তু বার্তাটি কার উদ্দেশে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাশিয়া ও ইরান দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার মুখে। আমেরিকার শুল্কনীতিতেও ক্ষুব্ধ একাধিক উন্নয়নশীল অর্থনীতি। ভারত সেই অসন্তোষকে ঘোষণায় জায়গা দিয়েছে। অথচ ব্রিকসকে সরাসরি আমেরিকা-বিরোধী জোট হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি।

ডলারের প্রশ্নেও একই কৌশল দেখা গিয়েছে। সম্মেলনের আগে অভিন্ন ব্রিকস মুদ্রা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও তেমন কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সম্মেলনের পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক সচিব সুধাকর দালেলা জানিয়েছেন, আপাতত অভিন্ন ব্রিকস মুদ্রার কোনও প্রস্তাব নেই।

তার বদলে সদস্য দেশগুলির নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং দ্রুত, কম খরচের, স্বচ্ছ ও নিরাপদ সীমান্তপারের লেনদেন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অর্থাৎ ডলারকে সরিয়ে দেওয়ার কোনও রাজনৈতিক ডাক দেওয়া হয়নি। বরং আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানোর বাস্তব বিকল্প খোঁজা হয়েছে। আমার মতে, এই জায়গাতেই দিল্লি আবেগের বদলে অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

ভারত জানে, এখনই ডলারকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ব্রিকসের নেই। সদস্য দেশগুলির অর্থনীতি, মুদ্রানীতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থও এক নয়। একটি অভিন্ন মুদ্রার জন্য যে গভীর আর্থিক সমন্বয় প্রয়োজন, ব্রিকস তার কাছাকাছিও পৌঁছয়নি। তাই বড় ঘোষণা না করে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের পরিসর বাড়ানোর চেষ্টা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত।

ভারতের নিজের প্রয়োজনও কম নয়। রাশিয়ার তেল ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা দিল্লির দরকার। ইরানের চাবাহার বন্দর ভারতের মধ্য এশিয়ায় পৌঁছনোর গুরুত্বপূর্ণ পথ। আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে প্রয়োজন প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা। অন্যদিকে চিন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যসঙ্গী হলেও প্রধান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফলে কোনও একটি শিবির বেছে নেওয়া ভারতের পক্ষে লাভজনক নয়। দিল্লি যদি পুরোপুরি পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তা হলে রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে তার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার ব্রিকসের নামে আমেরিকা-বিরোধী অবস্থান নিলে প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগিতায় চাপ তৈরি হবে।

এখানেই মোদীর কৌশলটি স্পষ্ট; ভারত কারও অনুসারী হবে না। পরস্পরবিরোধী শক্তির মাঝখানে নিজের প্রয়োজনীয়তা বাড়াবে।

এর বিপরীত যুক্তিও রয়েছে। সমালোচকেরা বলতে পারেন, সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার এই নীতি দীর্ঘদিন চালানো কঠিন। ভারত,চিন সীমান্ত-বিরোধ মেটেনি। রাশিয়া,ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে দিল্লি ও পশ্চিমের অবস্থান এক নয়। ইরানকে ঘিরে নতুন সংঘাত তৈরি হলে আমেরিকার চাপ আরও বাড়তে পারে। ফলে সব দরজা খোলা রাখার কৌশল যে সবসময় সফল হবে, তার নিশ্চয়তা নেই।

এই যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কূটনীতির সাফল্য মানেই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। অনেক সময় সাফল্য হল, পরস্পরবিরোধী সম্পর্কগুলির মধ্যেও নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিসর অক্ষুণ্ণ রাখা। দিল্লি আপাতত সেটিই করতে পেরেছে।

সম্মেলন শেষে ব্রিকসের পরবর্তী সভাপতিত্ব চিনের হাতে তুলে দিয়েছে ভারত। তার আগে সদস্য দেশগুলির সিদ্ধান্ত কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নজরে রাখতে 'ব্রিকস কন্টিনিউটি অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন মেকানিজম' তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন মোদী। কারণ ব্রিকসের দুর্বলতা ঘোষণায় নয়, বাস্তবায়নে। বহু সিদ্ধান্ত সম্মেলনের নথিতেই আটকে থাকে।

নয়াদিল্লি ঘোষণার প্রকৃত সাফল্যও তাই আগামী দিনে বোঝা যাবে। স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য কতটা বাড়ে, সীমান্তপারের লেনদেন কতটা সহজ হয়, রাষ্ট্রসংঘ সংস্কারের দাবি কত দূর এগোয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী ঐকমত্য বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়; নজর রাখতে হবে সেদিকে।

তারপরও দিল্লি সম্মেলন ভারতের হাতে একটি শক্তিশালী ছবি তুলে দিয়েছে। সেই ছবিতে ভারত পশ্চিমের প্রতিপক্ষ নয়। আবার পশ্চিমের নির্দেশে চলা রাষ্ট্রও নয়। পুতিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ইরানের সঙ্গে স্বার্থ, চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে অংশীদারত্ব; সব ক'টি দরজা একসঙ্গে খোলা রেখেছে দিল্লি।

আমার বিশ্লেষণে, এটাই ভারতের মাস্টার স্ট্রোক। বিশ্বের নতুন ক্ষমতার হিসাব এখনও লেখা হচ্ছে। সেই হিসাবে শেষ পর্যন্ত কার লাভ হবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু ভারতকে পাশ কাটিয়ে যে সেই হিসাব লেখা আর সহজ নয়, ব্রিকসের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আয়োজনের রং বদলাচ্ছেন

➲ এক পাতার পর

এবং দমকলের লাইসেন্স ফি মকুবের কথাও জানিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বড় পুজো কমিটিগুলির সরকারি অনুদান নেওয়া উচিত নয়। পুজো উদ্যোক্তাদের একাংশ অবশ্য অনুদান পাওয়ার মাপকাঠি স্বচ্ছ রাখার দাবি তুলেছেন।

নিয়মের ক্ষেত্রেও কড়া অবস্থান নিয়েছে সরকার। অষ্টমীর দিন রাজ্যে মদের দোকান বন্ধ থাকবে। পুজো ও বিসর্জনে ডিজে বাজানো যাবে না। জাতীয় সড়ক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আটকে মণ্ডপ তৈরিতেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। পঞ্জিকা মেনে বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে। ঘাটে ক্রেন ব্যবহারও বন্ধ করা হচ্ছে।

অনেকেই বলছেন, শব্দের দাপট এবং রাস্তা আটকে পুজোর আয়োজন বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের স্বস্তি বাড়বে। তবে নির্দেশ ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়। বড় ও প্রভাবশালী পুজোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর করতে হবে।

আগের সরকার উৎসবের সমাপ্তিকে বড় মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে তার সূচনায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুষ্ঠানের চাকচিক্য নয়; ভিড় নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছ অনুদান বণ্টন এবং নিরাপদ বিসর্জনই হবে বদলের বাংলার প্রথম দুর্গাপুজোয় সরকারের আসল পরীক্ষা।

ভাদনগর থেকে বিশ্বমঞ্চ

➲ এক পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী হওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনকে বরাবরই জনজীবন থেকে দূরে রেখেছেন মোদী। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় যশোদাবেনকে স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মা হীরাবেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছবি অবশ্য বহুবার প্রকাশ্যে এসেছে। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর হীরাবেন প্রয়াত হন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর সময়েই ভারত ২০২৩ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছে। কোয়াড, ব্রিকস এবং গ্লোবাল সাউথের মঞ্চেও ভারতের উপস্থিতি বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় সংস্কৃতি, যোগ, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং আত্মনির্ভরতার বার্তা তুলে ধরেছেন তিনি। সমর্থকদের কাছে এই উপস্থিতিই 'ব্র্যান্ড ভারত'-এর পরিচয়।

আগামী ৭ অক্টোবর প্রশাসনের শীর্ষ পদে মোদীর টানা ২৫ বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে বিজেপি ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর ঘোষণা করেছে। রক্তদান, পরিচ্ছন্নতা ও জনসংযোগের কর্মসূচি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্যজুড়ে ৭০ লক্ষের বেশি 'আশীর্বাদ প্রদীপ' জ্বালানোর পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে 'প্রথম কলকাতা' পরিবারের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশসেবার পথে অবিচল যাত্রা কামনা করি।

হাসিনা, ইউনূসের পর

➲ এক পাতার পর

সরকারি আশ্বাস শুধু ঢাকার বড় মণ্ডপে আটকে থাকবে না। প্রত্যন্ত এলাকার ছোট পুজোগুলিতেও নিরাপত্তা পৌঁছবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, বিপদ শুধু মণ্ডপে হামলা নয়। সমাজমাধ্যমে পুরনো ছবি বা গুজব ছড়িয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টাও বড় চিন্তার কারণ।

ধারণা করা হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপগুলিতে পুলিশ ও আনসার মোতায়েনের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়ানো হবে। তবে নিরাপত্তার পূর্ণ পরিকল্পনা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজো এবার শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়। সংখ্যালঘুদের আস্থা ফিরে পাওয়ারও পরীক্ষা। হাসিনা ও ইউনূসের পরে তারেক রহমান সেই পরীক্ষায় কতটা সফল হন, তার উত্তর মিলবে সরকারি ঘোষণায় নয়; পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপের বাস্তব ছবিতে।

জাতপাতের রাজনীতিতে অতিষ্ঠ !

ভারত,বাংলাদেশ সম্পর্ক, ময়মনসিংহে ফেলে আসা শৈশব এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুত্ব নিয়ে 'প্রথম কলকাতা'র সম্পাদক সুব্রত আচার্যের মুখোমুখি প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।



'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি একেবারেই পছন্দ নয়। আমরা বন্ধু দেশ না হয়ে ক্রমশ শত্রু দেশ হয়ে যাচ্ছি; এটা অত্যন্ত দুঃখজনক'

ময়মনসিংহের কালীবাড়ি লেন। সামনে ব্রহ্মপুত্র নদ। নদীর বুকে বড় বড় নৌকা। মাটির ভিতের উপর টিনের বাড়ি। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর ছুটির দিনের আনন্দ;নয় দশক পেরিয়েও সেই ছবিগুলি আজও স্পষ্ট শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে।

বাস্তবে ফেলে আসা শহরে আর ফেরা হবে না, জানেন তিনি। কিন্তু মনে মনে বারবার ফিরে যান কৈশোরের সেই বাংলাদেশে।

স্মৃতির সঙ্গে রয়েছে বর্তমানের যন্ত্রণাও। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে তৈরি হওয়া দূরত্ব তাঁকে ব্যথিত করে। তাঁর আক্ষেপ, দুই দেশ বন্ধু না হয়ে ক্রমশ শত্রু হয়ে যাচ্ছে। জাতপাতের রাজনীতি কিংবা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন-কোনওটাই মেনে নিতে পারেন না তিনি।

'প্রথম কলকাতা'র সম্পাদক সুব্রত আচার্যকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ভারত, বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে অকপটে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন প্রবীণ কথাসাহিত্যিক। পাশাপাশি বলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বন্ধুত্বের কথা। 'দেশ' পত্রিকার দফতরে পাশাপাশি বসে কাজ করা, সাহিত্য থেকে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা এবং সুনীলের ব্যক্তিত্বের অজানা দিকও উঠে এসেছে কথোপকথনে।

ভারত ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে আপনার কী মত?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দুই দেশের মানুষ অনায়াসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারবেন;এমন একটি সম্পর্ক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। বরং এখন শত্রুতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই রাজনীতি আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

বিশেষ করে জাতপাতের রাজনীতি এবং হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এমনটা হওয়া উচিত ছিল না।

আমরা বন্ধু দেশ না হয়ে ক্রমশ শত্রু দেশ হয়ে যাচ্ছি; এটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি বিষয়টি মেনে নিতে পারি না। দুই দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকলে খুব ভালো হতো। মানুষ অবাধে যাতায়াত করতে পারতেন।

তবে যা হয়নি, তা নিয়ে শুধু দুঃখ করে কী লাভ! এখন পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ আপনার বাল্য ও কৈশ কৈশোররের স্মৃতিতে কতটা জড়িয়ে আছে?

শীর্ষেন্দু বাংলাদেশের সেই সেই গ্রাম, সেই শহর এবং সেই সময়ের কথা মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে। বাস্তবে সেখানে ফিরে সেখানে ফিরে য যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। ফিরে গেলেও হয়তো আগের মতো ভালো লাগবে না। কিন্তু মনে মনে বার মনে মনে বারবার কৈশোরের কৈশোরেরর সেই বয়সে ফিরে য ফিরে য যাই যাই।

যাই। মনে হয়, যদি সেই বয়সটা আবার ফিরে পেতাম! যদি চারপাশে সেই শহরটাকে আবার দেখতে পেতাম, তা হলে খুব ভালো লাগত।

তবে এটাও জানি, তখনকার জীবনের তুলনায় এখনকার জীবন অনেক দিক থেকেই সুবিধাজনক। তখন হাতে হাতে মুঠোফোন ছিল না। দূরদর্শন ছিল না। এত যন্ত্রপাতিও ছিল না। আমাদের জীবন ছিল একেবারে সাদামাটা।

খাওয়াদাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, ছুটি পেলে আনন্দ করা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, ঘোড়ায় চড়া;এসব নিয়েই ছিল জীবন। সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লে এখনও খুব ভালো লাগে।

ময়মনসিংহের কোন কোন স্মৃতি এখনও আপনার মনে সবচেয়ে বেশি ভাসে?

শীর্ষেন্দু প্রথমেই আমাদের বাড়িটার কথা মনে পড়ে। মাটির ভিতের উপর টিনের ঘর ছিল। বড় কোনও দালানকোঠা ছিল না। কিন্তু আমার মনে হতো, আমি যেন স্বর্গের মতো একটি জায়গায় রয়েছি। জায়গাটা আমার এতটাই ভালো লাগত। আমরা থাকতাম কালীবাড়ি লেনে। সামনে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ। সেই নদীর স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। নদী দিয়ে বড় বড় নৌকা যেত। পাটের চাষ হতো। পাট পচানোর দৃশ্যও দেখেছি। সব মিলিয়ে সেই সময়ের ময়মনসিংহের একটা আলাদা মাদকতা ছিল। ছোট বয়সে সেটাই আমার কাছে মাদকতার মতো মনে হতো।

পরে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে ময়মনসিংহেও গিয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, সেটি আর খুঁজে পাইনি। তবে শহরটাকে দেখে মনে হয়েছিল, অনেকটাই যেন আগের মতোই আছে।

আপনিও বাঙাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বাঙাল। সেই পরিচয়ের কারণে কি আপনাদের মধ্যে আলাদা কোনও টান ছিল?

শীর্ষেন্দু বাঙাল হিসেবে আলাদা কোনও টান ছিল না। লেখক হিসেবেই আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাঙাল ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।

আমরা কখনও বাঙাল পরিচয়ে আলাদা কোনও দল তৈরি করিনি। সেই ধরনের ভাগাভাগিও ছিল না। আমাদের বন্ধুত্ব অন্য জায়গা থেকে তৈরি হয়েছিল। সেখানে ভূগোল খুব একটা বড় ভূমিকা নেয়নি।

সাহিত্যে আপনারা প্রায় পাশাপাশি পথ চলেছেন। কখনও কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়েছে?

শীর্ষেন্দু না, একেবারেই নয়। আমাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটা ছিল না। আমরা কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না।

কে একটু এগিয়ে গেল, কার লেখা ভালো হলো কিংবা কার লেখা খারাপ হলো;এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও হিংসা বা ঈর্ষা ছিল না। বরং এক অদ্ভুত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল।

একে অন্যের লেখা পড়ে ভালো লাগলে প্রশংসা করতাম। কোনও লেখা অসাধারণ মনে হলে ছুটে গিয়ে বলতাম, লেখাটা খুব ভালো হয়েছে। আমরা একে অপরকে সম্মান করতাম।

এখন সেই ভালোবাসার যুগটা অনেকটাই শেষ হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় ঈর্ষা এসেছে। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা এসেছে। আমাদের সময়ে এই বিষয়গুলি ছিল না।

আপনাদের মধ্যে সম্বোধন কেমন ছিল? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এমন কোনও দিকের কথা বলবেন, যা সাধারণ পাঠক হয়তো জানেন না?

শীর্ষেন্দু সুনীল আমাকে সব সময় 'আপনি' বলত। সেই 'আপনি' সম্বোধনটা সারাজীবন ছিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার তুই-তোকারির সম্পর্ক ছিল। অন্যদের সঙ্গে আবার অন্যরকম সম্পর্ক ছিল।

সুনীলের মধ্যে একটা চুম্বকীয় আকর্ষণ ছিল। তবে সেটি ছিল খুব সৌম্য আকর্ষণ। বেশির ভাগ মানুষই তাতে মুগ্ধ হতেন।

ওর মধ্যে ঈর্ষা ছিল না। অহংকার ছিল না। সকলকেই অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করত। উঁচু গলায় কারও সঙ্গে কথা বলত না। কাউকে ধমকাত না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, পরিচয় হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ ওকে ভালোবেসে ফেলত। এই গুণ অর্জন করা যায় না। মানুষ এই গুণ নিয়ে জন্মায়। সুনীল সেই বিরল গুণের অধিকারী ছিল।

সাহিত্য নিয়ে আপনাদের মধ্যে কী ধরনের আলোচনা হতো? কোনও লেখা বা বিষয় নিয়ে তিনি কি আপনার সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলতেন?

শীর্ষেন্দু আমরা দীর্ঘদিন সহকর্মী ছিলাম। 'দেশ' পত্রিকার দফতরে পাশাপাশি বসতাম। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হতো।

বিশেষ করে বিকেলের দিকে, যখন অফিস প্রায় ছুটি হয়ে যেত, আমরা দু'জনেই একটু দেরি করে ফিরতাম। সেই সময় বসে নানা বিষয়ে কথা বলতাম।

শুধু সাহিত্য নয়;আধ্যাত্মিকতা, সিনেমা, ক্রিকেটসহ অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হতো। সুনীল কী লিখতে চাইছে কিংবা কোনও লেখা নিয়ে কী ভাবছে, সেসব কথাও হয়েছে।

একবার 'প্রথম আলো' নামটি ঠিক করার সময়ও আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। নামটা কেমন লাগছে, জানতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ভালোই লাগছে।

নীললোহিত, সনাতন পাঠকসহ বিভিন্ন নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখতেন। এই আলাদা পরিচয়গুলিকে আপনি কীভাবে দেখতেন?

শীর্ষেন্দু সুনীল নাম পাল্টে লিখত। বিভিন্ন ছদ্মনামে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ করত। নীললোহিত, সনাতন পাঠক;এই নামগুলির মধ্য দিয়ে আলাদা ধরনের লেখা লিখত।

সকালে নির্দিষ্ট সময় ধরে লেখার অভ্যাস ছিল। কখনও আড়াই ঘণ্টা, কখনও তিন ঘণ্টা লিখত। কখনও অফিসে বসেও লিখত। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও ওকে লিখতে হতো।

আমাকেও একসময় ফিচার লিখতে হয়েছে। আনন্দবাজার, 'দেশ' এবং অন্যান্য কাগজেও লিখেছি।

➲ তিন পাতায়

ব্রিকসে ঢাকার অনুপস্থিতি কি আত্মঘাতী ভুল?

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ পাকিস্তান বা চিনের সঙ্গে সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক, বাংলাদেশের কাছে ভারতকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। ভূগোল, বাণিজ্য, জ্বালানি এবং যোগাযোগের বাস্তবতা সেই সুযোগ দেবে না। নয়াদিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি নিয়ে এমনই মূল্যায়ন করেছেন ভূ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ী।

১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের কোনও প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এই সিদ্ধান্ত কি ঢাকার সামনে থাকা একটি বড় কূটনৈতিক সুযোগ নষ্ট করল? নাকি ভেবেচিন্তেই বহুপাক্ষিক সম্মেলনের পরিবর্তে ভারতের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ? 'ইন্ডিয়া টুডে গ্লোবাল'-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজেছেন গৌতম লাহিড়ী। বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি, পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ভারত,বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য নয়। তবে বিমস্টেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সম্মেলনের আউটরিচ পর্বে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারত। ঢাকা জানায়, আমন্ত্রণটি তাঁকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিমস্টেকের চেয়ারম্যান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেননি। বাংলাদেশ অন্য কোনও প্রতিনিধিও পাঠায়নি।

গৌতম লাহিড়ীর প্রশ্ন, আমন্ত্রণের ধরন নিয়ে আপত্তি থাকলেও বাংলাদেশের কি এই আন্তর্জাতিক মঞ্চটি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়েছে?

সুযোগ কি হাতছাড়া করল ঢাকা?

গৌতম লাহিড়ীর মতে, ব্রিকসের মতো সম্মেলনে অংশ নিলে বাংলাদেশের সামনে একই জায়গায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরি হতো। অর্থনীতি, বিনিয়োগ, জ্বালানি, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ নিয়ে নিজের প্রয়োজনও তুলে ধরতে পারত ঢাকা।

তাঁর বক্তব্য, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে এক করে দেখা ঠিক নয়। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেই মতপার্থক্যের কারণে আলোচনার একটি বহুপাক্ষিক মঞ্চ ছেড়ে দিলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হতে পারে।

২০১৬ সালে গোয়ায় আয়োজিত ব্রিকস,বিমস্টেক আউটরিচ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ তখনও ব্রিকসের সদস্য ছিল না। বিমস্টেকভুক্ত রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান হিসেবেই তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তবে এবারের পরিস্থিতি এক নয়। ঢাকার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফর হলে সেটি পৃথক দ্বিপাক্ষিক সফর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই বৈঠকের আগে আলোচ্যসূচিও চূড়ান্ত করতে চায় বাংলাদেশ। ফলে ব্রিকস সম্মেলনে অনুপস্থিতিকে শুধু ভারত-বিরোধিতার প্রমাণ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কিন্তু কূটনৈতিক মহলের প্রশ্ন, দ্বিপাক্ষিক সফরের প্রস্তুতি এবং বহুপাক্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ; দু'টি পথ কি একসঙ্গে খোলা রাখা যেত না?

পাকিস্তানের প্রভাব কতটা?

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বেড়েছে। এই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন গৌতম লাহিড়ী। তাঁর বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে ইসলামাবাদের প্রভাব আগের তুলনায় বেশি দৃশ্যমান।

➲ তিন পাতায়

২৪ ফুটের মডেলে ধরা ৪৫ কিলোমিটারের রেলপথ!



সৌমেন রায় চৌধুরী

রেললাইন, পাথর, সেতু, টানেল, সিগন্যাল পোস্ট, পাওয়ার সেকশন;সবই রয়েছে। ট্রেনও ছুটবে বিদ্যুতের সাহায্যে। অথচ গোটা মডেলটির দৈর্ঘ্য মাত্র ২৪ ফুট। এই ছোট্ট পরিসরের মধ্যেই ভারতীয় রেলের প্রায় ৪৫ কিলোমিটার রেলপথের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন নিউ ব্যারাকপুরের শিল্পী অনুপ বিশ্বাস। মডেলটির নাম 'ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' বা টিআরডি। ভারতীয় রেলের এই ধরনের কাজে নতুন করে যাঁরা যোগ দেবেন, তাঁদের প্রশিক্ষণে এটি ব্যবহার করা হবে। কাজ শেষ হলে মডেলটি চলে যাবে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে।

এত দিন রেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা হাতে-কলমে বুঝতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কিলোমিটার রেলপথ ঘুরে দেখতে হতো। কোথায় সাবস্টেশন, কীভাবে রেললাইনে বিদ্যুৎ পৌঁছচ্ছে, কোনও অংশে সমস্যা হলে কীভাবে সুইচিং করা হচ্ছে;সবকিছু আলাদা করে বোঝানো হতো। অনুপ বিশ্বাসের তৈরি এই

➲ তিন পাতায়

Printed by Zafrin Chowdhury Published by SUBRATA ACHARYA on behalf of SUBRATA ACHARYA Printed at BANGLA DIGITAL PRINTER, 77 Nirghin Shah Road, South Kazipara, Barasat, North 24 PARGANAS, 700125, West Bengal and Published at 61, BODHIKANAN BHUTBAGAN (KATHGOLA), P.O.: SODEPUR, P.S.: GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 700110.
Editor : **SUBRATA ACHARYA** Mobile: **+91 9830317116** Email : mailprothomkolkata@gmail.com